কুষ্টিয়ার পোড়াদহে অসহায় নারীদের সেলাই মেশিন বিতরণ

আত্মকর্মের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে দুঃস্থ এবং অসহায় মহিলাদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদে এলাকার দুঃস্থ এবং অসহায় মহিলাদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব সেলাই মেশিন বিতরণ করেন ই্উনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ারুজ্জামান বিশ্বাস মজনু।

জানা গেছে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এলজিএসপির অর্থায়নে পোড়াদহ ইউনিয়নের ১৮ জন দুঃস্থ এবং অসহায় মহিলাকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থকে ঘর দিলেন পুলিশ সুপার

কুষ্টিয়া হাটশহরিপুর ইউনিয়নের শালদাহ গ্রামের বিধবা নিঃসন্তান আমিরুল নেছার সম্বল এক টুকরো ঘর কেড়ে নিয়েছিল গত ২০শে মে আম্ফান ঝড়ে। তারপর থেকে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে এমন খবর ফেসবুকে ভিডিও ভাইরাল হলে নজরে আসে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপারের। তাৎক্ষনিক অসহায় নিঃসন্তান বিধবার বাড়ীতে গিয়ে ত্রাণ বাবদ নগদ এক লক্ষ টাকা প্রদান করে।

আজ (বুধবার) সকাল ১০ টার সময় বিধবা নিঃসন্তান আমিরুল নেছার সম্বল এক টুকরো ঘর আম্ফান ঝড়ে কেড়ে নেওয়ায় নতুন করে গড়ে দিলেন পুলিশ

সুপার জনাব এস.এম তানভীর আরাফাত। নির্মাণকৃত ঘরটি ফিতা কেটে উদ্বোধন শেষে নিঃসন্তান আমিরুল নেছার হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন তিনি। পরে করোনা থেকে দূরকরণে আল্লাহর কাছে দোয়া ও মোনাজাত করে।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ জনাব মোঃ আজাদ রহমান সদর ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আতিকুল ইসলাম, হাটশ হরিপুরের ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, কুষ্টিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পুলিশ সুপার জনাব এস.এম তানভীর আরাফাত বলেন পুলিশ জনগনের বন্ধু। আমরা বিধবা নিঃসন্তান আমিরুল নেছার সম্বল এক টুকরো ঘর নতুন করে গড়ে দিয়েছি।

কুষ্টিয়ায় নতুন শনাক্ত ২৪জন, মোট ৬২২

কুষ্টিয়া জেলায় আজ নতুন করে ২৪জনকে আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ৬২২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হল। এ পর্যন্ত জেলায় মোট ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে মঙ্গলবার কুষ্টিয়া জেলার ১৮০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ২৪ জনকে কোভিড-১৯ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ১৬ জন, ভেড়ামারা উপজেলায় ৬জন, মিরপুর উপজেলায় ১ জন ও কুমারখালী উপজেলায় ১ জন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবরিসক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন মোট ২৩২ জন,

বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছে চিকিৎসাধীন ৩৪৭ জন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৩ জন।

এছাড়াও জেলায় মোট ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

করোনার দুর্যোগে কুষ্টিয়ায় ৬০ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

বৈশ্বিক মহামারি করোনা সংক্রমন হটাৎ করে কুষ্টিয়াসরসহ ৬টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভাসহ বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজ্ঞাপনে ঘোষিত কুষ্টিয়া পৌরসভার ২১টি ওয়ার্ড, ভেড়ামারা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড এবং ভেড়ামারা উপজেলার চাঁদগ্রাম ও বাহিরচর ইউনিয়নসহ বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে লকডাউন মানাতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেনের বিশেষ নির্দেশনায় গত কয়েকদিনে প্রায় ৮শটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসময় প্রায় ২ হাজার মামলায় ৬০ লাখ টাকা অর্থদন্ড আদায় ও বেশ কয়েকজনকে কারাগারেও প্রেরণ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসনের একটি দায়িত্বশীল সুত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লুৎফুন নাহার’র নেতৃত্বে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ইছাহক হোসেন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট জুবায়ের হোসেন চৌধুরী, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহেল মারুফ,মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস, দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিবুল শেখ, সিনিয়র সহকারী কমিশনার (এলএ) কানিজ ফাতেমা লিজা, সীমা শারমিন, খোকসা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সবুজ কুমার বসাক, সদর সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাহিদ হাসান, এনডিসি ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আবু রাসেল, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ইসাহাক আলী, এবি এম আরিফুল ইসলাম, সবুজ হাসান, তাইফুর রহমান, আহমেদ সাদাত, মাহেরা নাজনিন, মুনমুন নাহার আশা, রিজু তামান্না, মোছাঃ মুনিরা সুলতানা, মোছা খাদিজা খাতুন, সবুজ হাসানসহ সকল সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রজ্ঞাপন জারী হওয়ার পর থেকে

মুখে মাস্ক না থাকা, প্রয়োজন ছাড়া বাইরে থাকা, নির্ধারিত সময়ের পরেও দোকান খোলা রাখা এবং সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্মুল) আইন ২০১৮’র সংশ্লিষ্ট ধারার ক্ষমতাবলে জেলায় ৮শটি অভিযান পারিচালিত করেছে।
তাতে প্রায় ২ হাজার মামলা হয়েছে এবং বিভিন্ন জনের কাছ থেকে প্রায় ৬০ লাখ টাকা অর্থদন্ড আদায় ও বেশ কয়েকজনকে কারাগারেও প্রেরণ করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে গতকাল কুষ্টিয়া শহরে লাহিনী বটতলায় অভিযান চলাকালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এবিএম আরিফুল ইসলাম জানান, কুষ্টিয়ায় করোনা সক্রামন বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ২৪ জুন জেলা প্রশাসক সভা কক্ষে করোনা প্রতিরোধ কমিটির এক জরুরী সভায় সিন্ধান্ত হয় যে, কুষ্টিয়া এলাকায় করোনা সংক্রমন আর কোন ভাবেই বৃদ্ধি হতে দেয়া যাবে না।
সে সিন্ধান্ত অনুযায়ী জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসনের বিশেষ নির্দেশে কুষ্টিয়া সদরসহ বিভিন্ন এলাকায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ওষুধের দোকান, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান (মুদি দোকান) কিটনাশক’র দোকান ব্যতিত বাকি সকল দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এবং বিকেল ৪টার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান খোলা রাখতে পারবে না।
এসব নির্দেশনাগুলো জেলা প্রশাসনের ফেসুবক পেইজ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, মাইকিংসহ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে। সে সব নিয়মগুলো সঠিক ভাবে মানা হচ্ছে কিনা, কোথাও এর ব্যর্তয় ঘটছে কিনা। সে সব পর্যবেক্ষণ করতে প্রতিদিন আমরা নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, সেনা সদস্য, পুলিশ সদস্যদের সহযোগীতায় আইন অমান্যকারীদের আইনের আওতায় এনে তাদেরকে অর্থদন্ড এবং স্বল্প সময়ের জন্য কারাদন্ড প্রদান করা হচ্ছে। মুলত মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি কুষ্টিয়া যাতে করোনা মুক্ত থাকে সকল কুষ্টিয়াবাসী যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন সে জন্যে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
তিনি আরও জানান, এ পর্যন্ত জেলায় প্রায় ৮শটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে ২ হাজারটি মামলা এবং ৬০ লক্ষ টাকার অধিক অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে, বেশ কয়েকজনকে কারাদন্ডও দেয়া হয়েছে এবং এ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

কুমারখালীতে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে বিভ্রাট, ঘরে ঘরে ভুতুড়ে বিল

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকোলি) এর আওতাধীন ১০ হাজার ৫ শত গ্রাহকের অনেকেই তাদের পরিষেবাতে সন্তোষ্ট নন বা ভুতুড়ে বিলের কারনে নানা ধরনের ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে একাধিক ভুক্তভোগীর অভিযোগ পাওয়া গেছে।
গত বৃহস্পতিবার এমনই কিছু ভুক্তভোগী প্রদীপ কুমার দাস, মোঃ রফিকুল ইসলাম ও রঞ্জিত কুমার জানান, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাস বিদ্যুৎ বিল নেয়া বন্ধ থাকলেও পরবর্তীতে দেখা যায় লক ডাউনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা অবস্থায় ৩/৪ গুন বেশী বিদ্যুৎ বিল দেবার এবং প্রতিমাসে সঠিক ভাবে বিল পরিশোধ করার পরও পূর্বের বিল বর্তমান বিলের সাথে যোগ করে দেবার। এসব বিষয় নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে কথা বলতে গেলে তারা দুর্ব্যবহার করেন এবং পরে সমন্বয় করা হবে বলে জানান।
কুমারখালী ওজোপাডিকোলির আবাসিক প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রশিদ দুর্ব্যবহারের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি ভাবে নির্দেশনা ছিলো নিজেদের নিরাপদ রেখে দায়িত্ব পালনের জন্য সেক্ষেত্রে মিটার রিডার গন্তব্য না গিয়ে বিল করার কারনে এমন হতে পারে আর পূর্বের বিল বর্তমান বিলের সাথে জুড়ে দেবার বিষয়ে বলেন অনেক সময় গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ে বিল না দিয়ে পরবর্তীতে দিলে এমন সমস্যা হতে পারে কারন বিল তৈরী হয় সফটওয়্যার এর মাধ্যমে।

সবজি চাষে সফল মিরপুর উপজেলার কৃষক আইয়ুব আলী

সবজি চাষ করে সফল হয়েছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া গ্রামের কৃষক আইয়ুব আলী। দীর্ঘদিন ধরে অন্যের জমিতে শ্রমিকের কাজ করলেও বছর তিনেক হলো অন্যের থেকে জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার সবজির আবাদ শুরু করেন।
সবজি বাগানে দেখা যায়, কচু, ঢেঁড়স, মরিচ, বেগুন, শসা, ডাঁটা শাক, পুইশাকসহ বিভিন্ন মৌসুমি সবজি।
কৃষক আইয়ুব আলী জানান, তার পৈতৃক কোনো সম্পত্তি না থাকায় কৃষি কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। বছর তিনেক আগে বাড়ির সাথেই তিন বিঘা জমি অন্যের কাছ থেকে লিজ নিয়ে সবজি চাষ শুরু করি। এখন সেই জমিতেই হরেক রকম সবজি চাষ শুরু করেছি।
চলতি মৌসুমে প্রায় একবিঘা জমিতে ডাঁটা শাক থেকেই তিনি ৬০ হাজার টাকা লাভ করেছেন। এছাড়াও ১০ কাঠা জমিতে মিষ্টিকুমড়া বিক্রি করে ৩৫ হাজার টাকা আয় করেছে। আবার সেই জমিতে শসা, পুইশাক, মরিচ ও বেগুন চাষ শুরু করেছে। এছাড়াও আরও ৫ কাঠা জমিতে কচুর আবাদ করেছে। তার মধ্যে সাথি ফসল হিসেবে ঢেড়শ চাষ করেছে।
মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে তাকে নানা ধরনের দিকনিদের্শনামূলক পরামর্শসহ যা যা সহায়তা প্রয়োজন দেওয়া হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় নমুনা না দিয়েই করোনা পজিটিভ

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নমুনা না দিয়েই করোনা পজেটিভ শনাক্ত হন শহরের এক বাসিন্দা। বুধবার রাতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা ওই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করতে যান।

এসময় ওই বাসিন্দা হত-চকিত হয়ে বলেন, আমি তো করোনা পরীক্ষার কোন নমুনাই দেইনি কিংবা স্বাস্থ্য বিভাগের কেউ আমার বাড়িতে এসে নমুনাও সংগ্রহ করেনি।

তিনি আরো বলেন, আমাকে তাহলে করোনা পজিটিভ শনাক্ত করা হলো কেন? এনিয়ে শহরময় হাস্যরস ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শহরের পূর্ব মজমপুর এলাকার বাসিন্দা গোলাম রসুল (৬২) কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত এমএলএসএস।

তিনি জানান, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানোর জন্য রক্তের নমুনা দেন। এছাড়া তিনি হাসপাতালের ফ্লু কর্নারে করোনা পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। এরপর তার নাম, ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর লিখে চিকিৎসক তাকে পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র নেন।

তবে হাসপাতালে করোনার নমুনা দেওয়ার কথা থাকলেও পরে তিনি আর নমুনা দেননি। কিন্তু গোলাম রসুল নমুনা না দিলেও বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা তার বাড়ি লকডাউন করতে এনেস জানায় যে, বুধবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবরটোরিতে নমুনা পরীক্ষার প্রাপ্ত তালিকায় গোলাম রসুলের নাম রয়েছে। গোলাম রসুল জানান, করোনার কোন উপসর্গ তার ছিল না। যেহেতু চলাফেরায় তিনি অনেক মানুষের সংস্পর্শে গেছেন তাই তিনি ফ্লু কর্নারে পরামর্শ নিয়েছিলেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক নুরুন্নাহার বেগম জানান, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। খতিয়ে দেখে এ ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়ায় আজ থেকে লকডাউন শুরু

কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারা পৌরসভায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দুটি পৌরএলাকায় আজ বৃহস্পতিবার থেকে কঠোর লকডাউন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে জেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির এক

জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেনের পক্ষে সভার সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মৃণালকান্তি দে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ২৫ জুন বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত কুষ্টিয়া পৌরসভার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন মুদি, কাঁচামাল, ঔষধ, মোবাইল ব্যাংকিং, মোবাইল রিচার্জ, পশুখাদ্য, মৎস্যখাদ্য, সার-বীজ, কীটনাশকের দোকান ব্যতিত অন্য সকল দোকানপাট বন্ধ থাকবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকানপাট বিকাল ৪টার মধ্যেই বন্ধ করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে কৃষিপণ্য ও রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন, পরিবহন করা যাবে। বাকি সকল কর্মকাণ্ডবন্ধ থাকবে।
অতিজরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ রাস্তায় বের হতে পারবে না। এসকল নির্দেশনা না মানলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী জানান, কুষ্টিয়া পৌরসভা রেড জোন হওয়ায় এখানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউন পুরোপুরি এবং কঠোরভাবে কার্যকর হবে।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ বলেন, ভেড়ামারা পৌরসভাতে কোভিড রোগী বেড়ে যাচ্ছে। এজন্য স্থানীয়ভাবে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত মতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মুদি দোকান ও বাজার বেলা বারটা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। যেকোন মূল্যে কোভিড সংক্রমণ কমিয়ে আনার জন্য কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন কার্যকর করা হবে।

এদিকে সকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা গেছে, অন্য দিনের তুলনায় মানুষজনের উপস্থিতি কম। মোড়ে মোড়ে পুলিশ সকাল থেকেই বেরিকেড শুরু করেছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে শহরের অধিকাংশ এলাকার সড়কের উভয়মুখে বাঁশ দিয়ে বেরিকেড করেছে। শহরের মজমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কোনো বাস ছাড়ছে না। তবে ঢাকাগামী বাসগুলো মজমপুর নিজ নিজ কাউন্টার থেকে ছেড়ে যাচ্ছে। শহরের সকল দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে লকডাউন পালন করা হচ্ছে।

এদিকে হরিপুর এলাকা থেকে প্রচুর মানুষজন শহরের হরিপুর ব্রিজের লকডাউনের বাঁশ টপকে প্রবেশে করতে দেখা গেছে

কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত দুইজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত আরও দুই করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়া হাসপাতাল থেকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত একজন এবং বাড়ীতে আরেকজনের মৃত্যু হয়।
এরা হচ্ছেন- কুষ্টিয়া শহরের বারখাদা এলাকার আসাদুল হক (৫৬) ও চর মিলপাড়া এলাকার একাব্বর একাব্বর আলী (৬৮)। এ নিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় করোনা আক্রান্ত ৬ জনের মৃত্যু ঘটলো।
কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আরএমও ডাক্তার তাপস কুমার সরকার জানান, গত ১৩ জুলাই কুষ্টিয়া শহরের বারখাদা এলাকার করোনা পজেটিভ রোগী আসাদুল হক (৫৬) কে কুষ্টিয়া ২৫০ বেড জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে উন্নত চিকিৎসার তাদের দুজনকেই খুলনা মেডিকেল হাসাপাতলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীণ অবস্থায় শ্বাসকষ্টজনিত কারণে বুধবার তিনি দুজনই মারা যান।
এবং ২২ জুন চর মিলপাড়া এলাকার একাব্বর আলী (৬৫) করোনায় পজিটিভ শনাক্ত হয়। তারপর বাড়ীতেই চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। বুধবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
উল্লেখ্য, জেলায় বর্তমানে করোনা শনাক্ত রোগী সংখ্যা ৪৩৬ জন। এরমধ্যে আরোগ্য লাভ করেন ১২১ জন। আক্রান্তদের মধ্যে ২০ জন হাসপাতালে ও অন্যরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, খুলনায় চিকিৎসাধীন দুই রোগী প্রচন্ড শ্বাসকষ্টে মারা যান। স্বাস্থ্য-বিধি ও সরকারী নিয়ম অনুসরণ করে তার দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে সিভিল সার্জন জানান।

দৃঢ় মনোবল আর ইচ্ছাশক্তির

কারণেই সফল কুষ্টিয়ার অনিক মাহমুদ

অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রতিবন্ধীতাকে জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন শারিরীক প্রতিবন্ধী অনিক মাহমুদ (২২)। নিজেকে থামিয়ে রাখতে চান না তিনি, নিয়ে যেতে চান সামনের দিকে এবং পৌঁছাতে চান চূড়ান্ত সাফল্যের শিখরে।
বলছিলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকার প্রতিবন্ধী অনিক মাহমুদের কথা।

জন্মগতভাবেই তার নিজের দুই পা অনেক চিকন ও ছোট। স্বাভাবিক মানুষের থেকে আলাদা ও শারিরীক প্রতিবন্ধী হওয়ায় হুইল চেয়ারেই তার বেড়ে ওঠা। আর হুইল চেয়ারে করেই প্রতিবন্ধিতাকে জয় করে ইতিমধ্যেই নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। দক্ষতার সাথে ফ্রিল্যান্সারের মাধ্যমে কাজ করে এখন প্রতিমাসে তিনি আয় করছেন ৭০-৮০ হাজার টাকা। তার প্রতিষ্ঠানে আরও কয়েকজন তরুন বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

ফাইভার এবং আপওয়ার্ক-এ কাজ করছেন তিনি।
বর্তমানে শুধুমাত্র টি শার্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করছেন এই তরুন। ফাইভার এ লেভেল-২ সেলার এবং আপওয়ার্ক এ টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তিনি কাজ করে চলেছেন।

শুরুর গল্পটা নিয়ে অনিক মাহমুদ বলেন, কম্পিউটারের প্রতি অনেক আগ্রহ ছিলো। ২০১২ সালের দিকে বাড়ী থেকে হুইল চেয়ার করে কম্পিউটার শিখতে যেতাম আধা কিলোমিটার দুরে। তারপর বাবাকে অনুরোধ করে পোড়াদহ হাইস্কুল মার্কেটে একটা কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট ও ষ্টেনারীজের দোকান দিলাম। নিজে কিছু একটা করবো এমন সিদ্ধান্ত থেকেই আমরা এগিয়ে যাওয়া শুরু।

২০১৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের পর পড়ালেখা করা হয়নি এ তরুনের। তবে দোকানে বসেই সবসময় কম্পিউটারে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন তিনি।

এরপর ২০১৮ সালের শুরু থেকে ই শিখনের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপর তিনমাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। একই সাথে বিভিন্ন ইিউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখে

ফ্রিল্যান্স্যারের উপর কাজ শুরু করি। পাশাপাশি অনেক বড় বড় ফ্রিল্যান্সারের পরামর্শ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।
এভাবেই আমি প্রতিদিন ১৫-১৮ ঘন্টা পর্যন্ত কম্পিউটারে প্রতিনিয়ত কাজ করেছি।

তারপর ২০১৯ সাল থেকে মোটামুটি কাজ পাওয়া শুরু করেন মার্কেটপ্লেসে। টি-শার্টে ডিজাইন নিয়েই মুলত তার কাজ শুরু। তার প্রথম কাজ পায় আপওয়ার্ক থেকে। সেটা ২৫ ডলারের। আর সর্বোচ্চ একটা প্রজেক্ট থেকে তিন হাজার ডলারের কাজ করতে পেরেছি। এখন আর আমাকে বায়ার খুঁজে পেতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়না? প্রচুর কাজের অর্ডার আমি পেয়ে থাকি। এছাড়াও আমার ভালো লাগে আমার তৈরী ডিজাইনের টি-শার্ট বিদেশীরা পরে থাকে।

২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে ফাহিম উল করিম নামের বিছানাবন্দী এক প্রতিবন্ধীকে দেখে আমি প্রেরণা পায়। সে যদি বিছানায় থেকে সফলতা লাভ করতে পারে তবে আমি কেন হুইল চেয়ারে বসে পারবো না?

তিনি বলেন, আমি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া স্বত্ত্বেও আমার বাবা-মায়ের সহযোগীতায় আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি।
তিনি বলেন, আমি যেখানে বসবাস করি সেটা অনেকটাই গ্রামাঞ্চল! যেখানে ২ বছর আগেও ভালোভাবে ইন্টারনেট সেবা সবার নাগালের মধ্যে ছিল না। তাই কাজ শিখতে গিয়ে অনেকটাই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে।
তিনি বলেন, আমার অদম্য ইচ্ছেশক্তি ছিলো তাই আমি পেরেছি। আমার ইচ্ছে ছিল আমার জীবনে এমন কিছু একটা করবো, যেখানে আমার কারও কাছে কাজের জন্য যাওয়া লাগবে না বরং আমি আমার প্রতিষ্ঠানে কিছু তরুণদের চাকরী দিবো।
সেক্ষেত্রে অনেকটাই এখন সফল আমি। আর এই দৃঢ় মনোবল আর ইচ্ছাশক্তির কারণেই হয়তো আজ আমি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে অনিক বলেন, বড় একটা আইটি ফার্ম গড়ে আগামীতে আরও তরুণ ও বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবো এটাই আমার স্বপ্ন। পাশাপাশি তিনি এখন তিন চাকা বিশিষ্ট মোটরসাইকেল চালান। কিন্তু ভারতে শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রাইভেট গাড়ী চালানো হয়। আমিই প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে তেমন প্রাইভেট গাড়ী চালানোর স্বপ্নে বিভোর।

অনিক মাহমুদ জানান, ফ্রিল্যান্সার হতে হলে প্রচুর ধৈর্যের

প্রয়োজন। এ কারণে অনেক তরুণ কাজ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন না।
তাই কখনোই ভেঙে পড়া যাবে না। আমি কখনো নিজেকে দুর্বল ভাবি না, অন্য মানুষের মতোই নিজেকে মনে করি। আর কাজ করে যায় নিজের স্বপ্নপূরনে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নিজেকে প্রতিনিয়ত আপডেট রাখাও জরুরি বলে মনে করেন তিনি। তাই এখনোও নতুন নতুন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হই।

তার পিতা মোঃ মোজাহার আলী। তিনি হালসা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক। দুই ভাইয়ের মধ্যে অনিক ছোট। বড় ভাই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ঢাকায় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। তিনি বলেন, আমার দুই ছেলের মধ্যে এই ছোট ছেলেকে নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্ত এখন আমি আমার এই প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য গর্ব করি। সবাই এখন অনিকের বাবা বলেই আমাকে চেনেন।

মিরপুর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জামসেদ আলী বলেন, কিছুদিন আগে তাকে স্মার্ট কার্ড (প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির পরিচয়াপত্র) দিতে গিয়ে তার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি প্রতিবন্ধীদের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে আজ সফল ফ্রিল্যান্সার হয়ে কাজ করছেন অনিক। বেশ ভালো আয় করছেন তার দেখাদেখি করে আরও মানুষ এগিয়ে আসুক এমনটাই কামনা করেন তিনি।